মুখবন্ধ

তরুণ বন্ধুরা, আসো না একটু চোখ রাখি আমাদের দেশের এক অজানা তথ্যের দিকে। জানো তো, আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্মতিপূর্ণ সেক্স আইনত অপরাধ নয়। অবাক হচ্ছো? হ্যাঁ, এটা সত্যি এবং তাও বিষয়টি অনেকেরই অজানা।

একবার ভাবো তো, আমাদের দেশে নারীর সংখ্যা যদি পুরুষের চেয়েও বেশি হয়, তবে কেন অনেক ছেলের জীবনে রোম্যান্টিক অধ্যায় একেবারেই খালি? মনের মতো সঙ্গিনীর সন্ধান কেন এত জটিল মনে হয়? কেন অনেকেই জীবনে মনের মতো মেয়েদের পাচ্ছে না? ব্যাপারটা কি শুধুই সংখ্যাতত্ত্বের খেলা, নাকি এর পেছনে আরও কিছু আছে?

আসলে, ব্যাপারটা হলো, অনেক ছেলেরাই মেয়েদের সাথে সঠিক মিথস্ক্রিয়ার কৌশল জানে না। ফলে, তাদের জীবনে সুস্থ সম্পর্কের অভাব প্রকট। আর তাই, প্রেম ও যৌনতার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। হচ্ছে হতাশাগ্রস্ত।

প্রেম ও যৌনতার অভাবে জীবনের একটা বড় আনন্দ হারিয়ে যায়। এই অভাবের ফলে অনেক তরুণ মানসিক চাপে ভুগছে, যা নানা ধরনের আসক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাদক, পর্নোগ্রাফি, কম্পালসিভ হস্তমৈথুন, জুয়া– এসব কিছুর পিছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে সুস্থ সম্পর্কের অভাব

এবং তোমরা কি জানো, যৌন সেবা নেওয়ার জন্য যেসব কেন্দ্রগুলো সংখ্যায় বাড়ছে, সেগুলো আসলে ছেলেদের মনোভাব, অর্থ ও শক্তি নষ্ট করছে। গবেষণা বলছে, যারা এই ধরনের সেবা নেয় তারা আরও বেশি অন্তরঙ্গতাবিহীন যৌন সম্পর্ক, প্রমিস্কিউটি এবং যৌন অপরাধের দিকে ঝুঁকে যায়, যেমন যৌন হয়রানি এবং ধর্ষণ।

তাহলে, বন্ধুরা, এবার আসি এমন এক বিষয়ে যা আমাদের দেশ ও বিশ্বের সমাজের জন্য শুধু উদ্বেগের নয়, বরং এক পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ– শরীফদের শরীফা হয়ে ওঠা। হ্যাঁ, সমকামিতা। দিন দিন যে সমকামিতার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তাতে নারী পুরুষের স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়ছে। পাশ্চাত্যে এবিষয়টির প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও আমাদের দেশে ছেলেদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো নারীদের সাথে তাদের সুস্থ রোম্যান্টিক ও যৌন জীবনের অভাব থেকে আসা তীব্র হতাশা। তাই যদি না হবে, তাহলে কিছুদিন পরপরই কেন আমরা দেখতে পাই অমুক তমুককে বলাৎকার করেছে? যদি সচেতন না হওয়া যায়, তবে এখনকার সময়ে যে কেউ সমলিঙ্গের যৌন আগ্রাসনের শিকার হতে পারে।

আমি সমকামিতার বিরুদ্ধে বলছি না, এটা একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার। কিন্তু নিষ্ক্রিয় ও ব্যর্থ রোম্যান্টিক ও যৌন জীবনের হতাশা থেকে যদি সমকামিতার প্রতি ছেলেরা ঝোকে তাহলে বুঝতে হবে কোথাও একটা বড় শূন্যতা আছে। তা হচ্ছে, সমাজে বিপরীত লিঙ্গের মানসিকতা, চাহিদা ও তাদেরকে সুখী করার সঠিক জ্ঞানের অভাব। এটাই সবচাইতে বড় গোড়ায় গণ্ডগোল। যদি ছেলেরা সঠিক জ্ঞান পেত, তাহলে কোনো ছেলেই আর হতাশ হয়ে শরীফ থেকে শরীফা হতে চাইতো না।

তরুণ বন্ধুরা, চলো আরেকটি চমৎকার এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জের দিকে দৃষ্টি দিই। একসময় যে আমাদের দেশে এরেঞ্জড ম্যারেজ ছিল প্রচলনে, আজ আমরা দেখছি সেই প্রথা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে রিলেশনশিপ ম্যারেজের প্রাদুর্ভাব। বিশেষ করে যারা প্রেমের বাতাসে হারিয়ে যাননি, তাদের জন্য সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়া এখন এক বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের সমাজে মনের মতো সঙ্গী খোঁজার এই সংকট যেন এক নীরব মহামারী।

এই সমস্যার মূলেও আছে আমাদের যৌন ও রোম্যান্টিক শিক্ষায় ঘাটতি। আমি এই বই লিখছি সেই সব তরুণদের জন্য, যারা মেয়েদের আকৃষ্ট করা ও জয় করার কৌশল জানতে চায়। জীবনকে প্রেম ও যৌনতার পরিপূর্ণতায় স্বর্গীয় আনন্দ পেতে চায়।

বন্ধুরা, আমার গল্পটি শুরু হয়েছে নব্বই দশকের ঢাকা শহরের এক অনন্য পরিবেশে। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ, এক ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক রূপে পিছিয়ে পড়া এলাকা, যেখানে প্রেম ও সম্পর্কের ধারণা ছিল সীমিত এবং সংকীর্ণ। আমি একটি রক্ষণশীল পরিবারে বড় হলেও, আমার শিক্ষাজীবন কেটেছে ঢাকার ধানমন্ডি ও গুলশানের অভিজাত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজগুলোতে। সেখানে আমি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক স্তরের মানুষের সাথে মিশেছি, যা আমার চিন্তাভাবনা ও জীবনদর্শনে এক ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

পরবর্তীতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতক এবং আইবিএ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করি। এই শিক্ষাজীবন আমাকে দেশের বিভিন্ন স্তরের মেয়ে ও ছেলেদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা এবং আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সাহায্য করেছে।

শুরুতে আমি সমাজের রাজনৈতিক সঠিকতায় মোড়া রূপকথার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম। তাই নারীদের সাথে কথাপোকথনে ও মিথস্ক্রিয়ায় আমি বিশেষভাবে সফল হতে পারছিলাম না। আমি ছিলাম তীব্রভাবে হতাশাগ্রস্ত। আমি মেনে নিতে পারছিলাম না নাটক, কবিতা, উপন্যাস, টিভি, সিনেমায় যে আনন্দের জগতে পৃথিবী ভাসে তা কেন আমার জীবনে অনুপুস্থিত। অথচ অন্যদিকে আমার কিছু বন্ধুরা যারা আমার থেকে দেখতে খারাপ, আর্থিকভাবে দুর্বল বা বোকা– অনেকেই মেয়েদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় ছিল প্রচণ্ডভাবে সফল। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় লেগেছে এবং এর কোনো কুলকিনারা করতে পারছিলাম না। আমার মেধাবী স্বভাবের কারণে, আমি সেই রহস্যের সন্ধান করতে থাকলাম, যে রহস্য ব্যাখ্যা করে– কেন কিছু ছেলেরা মেয়েদের সহজে আকর্ষণ করতে পারে। আমাকেও এই খেলায় দক্ষ হতে হবে।

যখন ইন্টারনেট মানেই ছিল মাত্র দশ এমবি ফাইল ডাউনলোড করতে দুই ঘন্টা ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা, সেই সময় থেকেই আমি সিডাকশন আর্ট বা পিকআপ আর্ট নিয়ে পড়াশোনা ও অনুশীলন শুরু করি। পশ্চিমা মনোবিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং সিডাকশন সংক্রান্ত গবেষণা পড়ে আমি সেই কৌশলগুলো আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে নিয়ে প্রয়োগ করা শুরু করি। এটা আমার জন্য বড় এক উপলব্ধি ছিল যে আমার সব আদর্শ সমাজ দর্শন রোম্যান্টিক জগতে ও মেয়েদের আকর্ষণের মাঠে অকার্যকর। নতুন চিন্তাধারা ও মানসিকতায়, আমি আমার চারিপাশে নানা ধরনের মেয়েদের থেকে আকর্ষণ পেতে শুরু করি, হট প্রতিবেশী মেয়ে থেকে ফেসবুকের অজানা মেয়ে পর্যন্ত। বয়স ও পেশা নির্বিশেষে, পার্টিগার্ল থেকে ইমোশনাল গার্ল, শিক্ষার্থী থেকে কর্মজীবী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ইনফ্লুয়েন্সারস পর্যন্ত সকল শ্রেণির নারীদের থেকে আকর্ষণ পেতে শুরু করি। আমার প্রাক্তন সঙ্গীর তালিকায় আমার চাইতেও পনেরো বছর বেশি বয়সের নারীদের অবস্থান আছে। আমি ক্লাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেয়ে থেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়েদের সাথে ডেট করেছি এবং সমস্ত সম্পর্ককে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে গেছি। হট কলিগ থেকে শুরু করে ডিভোর্সি বসরাও আছে আমার তালিকায়।

প্রথমদিকে, আমি সবসময় আমার বন্ধুদের জন্য দুঃখিত বোধ করতাম যারা আমার খেলার রহস্য জানত না এবং তাদের পছন্দের মেয়েদের আকৃষ্ট করতে অক্ষম হয়ে হতাশায় ভুগছিল। তারা তাদেও কাঙ্খিত নারীদের পেতে হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা খরচ করত, কিন্তু সাফল্য পেত না। শেষপর্যন্ত তারা হয়ে যেত অর্থ, সময় এবং সম্মান হারানো কিছু পরাজিত ব্যক্তি। অথচ সফল হওয়ার জ্ঞানের অভাব কোনোভাবেই তাদের দোষ নয়, এটা আমাদের সমাজের নেতিবাচক মগজ ধোলাইয়ের কারণে হয়েছে। তাই, আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে আমি আমার রহস্যগুলো শেয়ার করা শুরু করি। এটা তাদের জন্যও জাদুর মতো কাজ করা শুরু করলো। মেয়েদের প্রতি সিডাকশন দর্শনমূলক মনোভাব গ্রহণের ধাপটি রকেটের গতিতে কাজ করল এবং পরবর্তী ধাপগুলো তাদেরকে তাদের জীবনের বর্তমান জীবন সঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করলো। এই তালিকায় রয়েছে

বোকা টাকলু থেকে শুরু করে পান্ডা সাইজ ভুঁড়িওয়ালা। এ তালিকায় চল্লিশ ঊর্ধ্ব ডিভোর্সড পুরুষ রয়েছে যারা ডিভোর্সের পর প্রচণ্ড রকম হতাশাগ্রস্ত ছিল।

আমি জানতাম যে এই ধরনের জ্ঞান পেলে আমাদের পিছিয়ে পড়া সমাজের সব ধরনের পুরুষদের উপকার হবে। যে ছেলে সারারাত ভারতীয় সফ্‌ট পর্ন দেখে হস্তমৈথুন করে এবং হট মেয়েদের পটানোর স্বপ্ন দেখে, তার থেকে শুরু করে সমাজের অন্য প্রান্তের সেই অত্যন্ত ধনী পুরুষ পর্যন্ত, যে একটি মেয়ের ঘনিষ্টতার জন্যে চোখ বন্ধ করে অগণিত টাকা খরচ করেন। প্রত্যাখ্যাত ছেলেটি তার স্বপ্ন অর্জনের জন্য তার দক্ষতা অর্জন করবে এবং অত্যন্ত ধনী লোকটি মেয়েদের উপর খরচ করা অর্থের পরিমাণ সর্বনিম্নে নামিয়ে আনবে। আমি অনেক দিন আগে থেকেই স্বপ্ন দেখতাম যে আমার জ্ঞান আমি আমার সকল বাঙালি ভাইদের সাথে শেয়ার করব, কিন্তু তখন পপুলার কালচারে এ ধরনের আলোচনা এবং প্রচারণার জন্য পরিপক্কতার ঘাটতি ছিল।

আমি কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করব না, কিন্তু স্কুল ছাত্র শিক্ষিকাকে বিয়ে করা, ষাট বছর বয়সী লোকের আঠারো বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে সেলিব্রিটি হয়ে যাওয়া– গত দশকে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের একসময়ের রক্ষণশীল সমাজকে আরো উদার করে তুলেছে। সব মেয়েরাই তাদের নিজেদের সামাজিক মিডিয়ায় প্রদর্শন করছে, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে, এমনকি ইমোতেও– তারাও চায় তারা তাদের স্বপ্নের রাজকুমার কে কাছে পাক। সে রাজকুমাররা এখনো কয়লার আচ্ছাদনে হীরক হয়েই আছে। আমার কল্পনা এই বই পরে কয়লার আচ্ছাদন ঝেরে ফেলে তারা হীরকের বেশে দুনিয়া জয় করবে। এখনই সঠিক সময় সব ASPIRING বাঙালি প্লেয়ার-দের এই দীক্ষা দেওয়ার।